করবী দেব বর্মন

বিজয়া সন্ধ্যার জয়ে

বিষাদ প্রতিমা আমি বিসর্জন দেবো এইবার নদীমূলে
কে আছো আমার সঙ্গী ত্রিযামা সন্ধ্যায়
এসো অবলীলাক্রমে
ঋত্বিক কপট মূর্খ চোরাকারবারী
আহ্বানে ভুল নেই
শব্দের অভিধা একখানে দাঁড়িয়ে
থাকে না চিরকাল
নিঃশর্ত নিঃসরণ সর্বদাই থাকে চিত্রপটে
চোর এবং পতিতা জানে রাতের যন্ত্রণা
তারও মুক্তি আছে-আছে শুদ্ধির প্রার্থনা
সব রাখো নদী মূলে
সবাইকে নেবে নদী ত্রিযামা সন্ধ্যায়
যে যাবে সবাই এসো অবলীলাক্রমে

শ্যামল মুখোপাধ্যায়

সিদ্ধার্থকে

কেন গিয়েছিলে তুমি, কোন্ প্রত্যাশায়?
গৃহস্থ নবীনা স্ত্রী, সাধের নন্দন
এইসব ছেড়ে কিনা পথে নেমে গেলে!
কৃচ্ছ্রসাধনে মুক্তি?
তুমি ভেবেছিলে জরা ব্যাধি মৃত্যুজয়ী হবে।
হয়েছ কি?
সংসারে থেকেও তো সন্ন্যাসী হওয়া যায়
কবিদের মতো।
তারা দেখ সংসারেও আছে সন্ন্যাসেও আছে।
তুমি গেলে উপবাসে সাধনের পথে
কবে কে থালায় পায়সান্ন নিয়ে এসে ক্ষুধার নিবৃত্তি দেবে
তবেই শরীর পাবে প্রাণের রসদ।

এতসব করে
সেই তুমি জরাগ্রস্ত হলে
সেই তুমি ব্যাধিগ্রস্ত হলে
সেই তুমি শেষাবধি মৃত্যুতে মিলালে।

তবে?
কেন গিয়েছিলে তুমি? কোন্ প্রত্যাশায়?
কোন্ অর্থ সিদ্ধ হয়েছে?

রামকিশোর ভট্টাচার্য

রঙদারি

সাত রঙ খেলতে খেলতে ঘুরে যায় বাতাসের মুখ।
সবাই রঙদার হয়ে যায়। সাদা রঙের বাবা-মা। সবুজ
বন্ধুরা। বিকেল হলে তাদের কয়েকজন ফিরে আসে
ফ্যাকাসে। শহরের পুরোনো চার্চের পাশে ভবঘুরে হলুদরা
নগররক্ষীর তাড়া খেয়ে ছুটে আসে আমাদের প্রবাল চরে।
আমার ফ্যাকাসে বয়েসের গোলাপী বান্ধবী তাদের হাতে
ধরিয়ে দেয় গরম বিছানা আর নানা আকারের স্বপ্ন।
তারপর আমার বুকের ওপর লিখে দেয় নীল রঙের
কবিতার পঙক্তি। নীলের পারে বসে মৃত্যুর ম ম গন্ধে
আমরা দুজনেই বুঝি অনেক আগেই আমরা নীলাক্রান্ত।
আমি বহুদিন মুখস্থ করেছি আকাশি রঙের কবিতা।
শুনেছি শত রঙের হাত ধরাধরি গল্প। পাড়ার হাত লাল
প্রতিবাদ উড়িয়ে যেতে যেতে আমাদের দিকে উড়িয়ে দিয়েছে
মুচকি হাসি। সেই হাসিরা পাখি হয়ে উড়ে যায়...যায়...যায়!
যেতে যেতে আকাশভঙ্গায় গিয়ে বসে। বান্ধবী গোলাপী
আমায় সাজিয়ে দেয় নিজের রঙে। দুই রঙিন পাখি আমরা
উপকথাপল্লী...রূপকথাপল্লী...কথকতাপল্লী ঘুরে গিয়ে নামি
সেই সোনালি সাগরে যেখানে স্বপ্নরা নিজেদের সাজাতে আসে।

অনিন্দিতা বসু সান্যাল
নিমফুলের রাজা

বাড়ির ওপর বাড়ি
এবং ঘরের ভিতর ঘর
শূন্যে ঝোলা ছাদের বাগান
পড়ন্ত শহর

পড়ন্ত সেই শহর মাঝে
নিভন্ত দেউল
বোবা কান্নায় থমকে আছে
একলাটি নিমফুল

কে যে ছিল, এখনতো নেই
আসন পাতা ছিল কোণেই
দরজা ছিল খোলা
চওড়া তাণের দরবারী তার
লাগিয়ে দিত দোলা
শতেক প্রাণেই
এখনতো নেই, এখনতো নেই

বাড়ির মাথায় বাড়ি
এবং নির্বান্ধব ঘর
এমন থানে থাকবে কেন
প্রিয় অনশ্বর

মনেই গড়ে আড্ডার ঘর
অমল হাসির মজা
নিত্যকালের বন্ধুসভায়
নিমফুলের রাজা।

অরুন্ধতী সেনগুপ্ত
ঘুমিয়েছে শহর

আলপিন পড়া শব্দ পেয়ে
বুকের ভেতরে খচ করে ওঠে ব্যথা

পিলসুজে যেমন দেখেছি প্রদীপের আলো
জ্বলতে জ্বলতে কেমন দপ করে নিভে গেলো।

শহরের গাছগুলো ঘুমোয়নি এখনও
ফিস ফিস করে দুঃখের কথা আনন্দের কথা বলছে।

মানুষের কথা, রাতজাগা পাখিদের কথা
নদীর কথা, এই পৃথিবীর কথা
নানা ভাবনার কথা শুনছে—

ঘুমিয়েছে শহর এখন, ঘুমোয়নি ঝাউগাছ
মাথা নেড়ে কি যেন শোনাচ্ছে আকাশ কে।

কেদারনাথ সিং
বাড়ি এবং দেশ

হিন্দিভাষা আমার দেশ আর
ভোজপুরি বুলি আমার গৃহকোণ
আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে
নেমে আসি দেশের পথে পথে
আবার দেশ আমাকে মুক্তি দিলে
ফিরে আসি নিজের বাড়ির নিভৃতে

এভাবেই আসা-যাওয়া করতে করতে
কখন যেন দেশ হারিয়ে যায় বাড়িতে
আর যখন আমি দেশের পথে থাকি
পেছনে পড়ে থাকে আমার বাড়ি
দুজনকেই ভালোবাসি আমি
তবে কিনা, সমস্যাও আছে একটা
বিগত ষাট বছর ধরে প্রতিনিয়ত
খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি একের মধ্যে অন্যকে